আজাদীর
পথে
হেমায়েত
হোসেন

প্রকাশক ঃ জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা
পূর্ব পাকিস্তান সরকার
ঢাকা

লেখক ঃ হেমায়েত হোসেন

শিল্পী ঃ রফিকুন্নবী

দাম ঃ এক টাকা

মুদ্রক ঃ ইষ্টার্ণ রিগ্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ঢাকা।

ইতিহাসের বিবর্তনে মানুষের মন ও কর্মধারা দুটোই ধরা পড়ে। মনের জগতে গল্প, কবিতা নাটক আর কর্মধারার গতিপথে ইতিহাসের পথ চলা। মন ও কর্মের মিশ্রণে ঐতিহ্যের জন্ম। ছবির মাধ্যমে ঐতিহ্য তুলে ধরা সহজ। ছবি মনে সহজেই দাগ কাটে। ছবি দিয়ে গল্প আরও ভাল।

ইসলামের বিশ্বমানববাদ আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। মন ও মননে, কর্মে ও সাধনায় ঐতিহ্য নতুন সম্ভাবনা বয়ে আনুক—এই আশা নিয়ে চিত্রিত ক্লাসিকস সিরিজে হাত দিলাম।

ডক্টর হাসান জামান

প্রায় সাতশ' বছরযাবৎ পাক ভারত শাসন করার পর মুসলমানেরা রাজ্যহারা হোল লোভী, ধূর্ত, শঠ ও বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ-বেনিয়াদের হাতে।
১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রবাগানে এক ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজোদ্দৌলার পরাজয়ের সাথে সাথে পাক-ভারতের স্বাধীনতার শেষ সূর্য-কিরণও বিলীন হয়ে গেল।

গোলামীর শিকল তখন এ দেশবাসীর হাতে পায়ে...
ইংরেজরা তখন এ দেশের মালিক
এ দেশের মানুষকে শাসন করতে হবে কড়া হাতে
শাসনের নামে তাদের অত্যাচারে সবাই অতিষ্ঠ
নাঃ এদের অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠেছে

ঢাকার মসলিন ছিলো ভুবন বিখ্যাত .....
এ রকম সুক্ষ্ম হাতের কাজ কোথাও পাবেন না
ইংরেজরা তখন মসলিন উৎপাদন বন্ধ করে দিল
এখন থেকে আর মসলিন বানাতে পারবেনা
মসলিন কারিগরদের ধরে ধরে আঙ্গুল কেটে দিতে লাগল ...
আঃ

মসলিন উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেল
হায়রে, এখন সংসার চলবে কেমন করে
কিন্তু অনেকেই নীল চাষ করতে সম্মত হতোনা...
চাষীদের জোর করে নীল চাষের দাদন দিত ওরা...
আগে নীলের চাষ, পরে ধানের— বুঝলে?
নীল খেয়ে তো আর পেট ভরবে না। "ধানের চাষ করবো আমরা—"
যারা নীল চাষ করতো না তাদের ধরে এনে খুব পেটাতো..
সপ্-সপ্-সপাং
ড্যাম চাঁদের মজা বুঝেছো? না - আর-ও লাগবে? কাল থেকে নীলের চাষ করবে। না হলে ঠান্ডা ঘরে পাঠাবো বিল্কু...।

বাধ্য হয়ে নীলের চাষ শুরু করলো চাষীরা। আর নীল পেয়ে সাহেবরা আরও পয়সা আয় করতে লাগলো।
কপাল! ফসলের যে কি হবে!
বাহ্‌বা.. বহুত রুপিয়া

চাষীদের নামমাত্র পয়সা দিত ওরা। তাতে চাষী হ'ল নিঃস্ব
যাও এ টাকা নিয়ে সংসার চালাও-গে
দেশে ফসল নাহি অনাহারেই মরতে হবে, খোদা...

মুসলমানদের উপরই ছিল ইংরেজদের বেশী আক্রোশ। দু'জন ইংরেজ এ রকম প্রায়ই বলাবলি করতো..
মুসলমানদের বেশী জব্দ করতে হবে,— বুঝলেন মিঃ উইলিয়াম
মুসলমানদের আমলে রাজভাষা ছিলো ফার্সী। ইংরেজরা ঘোষণা করলো
এখন থেকে রাজ-ভাষা হবে ইংরেজী
চাকরী-বাকরীতে মুসলমানদের কোন স্থানই থাকলোনা..
ইংরেজী না জানলে এখানে চাকরী হবেনা
আমরাতো ইংরেজী জানিনা
মুসলমানরাও ইংরেজী শিখবে-না বলে স্থির করলো
কিছুতেই আমরা ইংরেজদের বিদ্যা শিখব না।
হিন্দুরা এই সুযোগে ইংরেজদের সাহায্যে এগিয়ে এলো। তারাই দখল করলো প্রায় সব চাকরী

ব্যবসা বানিজ্য তাদের হলো প্রায় এক চেটিয়া...
মুসলমানদের ঘরে ঘরে এল অনটন ..অভাব আর অনটনে তারা হলো ক্ষীণ।
ইংরেজরা তখন সিপাহী বাহিনীতে লোক নিতে লাগলো এ দেশবাসীকে আহ্বান
আগামী কাল সিপাহি-বাহিনী-তে লোক নেয়া হবে
দলে দলে লোক ভর্তি হতে লাগলো
যারা যারা মুসলমান তারা পৃথক লাইনে দাঁড়াও
আমরা সবাই মুসলমান
তারা বাধ্য হয়ে ইংরেজদের
চাকরী নিলো.....

ভুলতে পারলনা ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষকে মাঝে মাঝেই গোপন শলা-পরামর্শ হোত
আস্তে-আস্তে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে
দিল্লীর সিংহাসন থেকে অধিকারচ্যুত হয়েছেন সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ
গোপনে গোপনে সিপাহীদের মধ্যে পরামর্শ হোত -
আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী হলেই ইংরেজদের সরাতে হবে এদেশ থেকে
আস্তে আস্তে বিদ্রোহের ভাব দেখা দিতে লাগলো সিপাহীদের মধ্যে
বিভিন্ন স্থানের সিপাহীদের মধ্যে গোপন সংবাদ আদান প্রদান হতো।
আপাতত: অন্য কেউ যেন না জানতে পারে

ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল তারা
সব ঠিক আছে
জি, সব ঠিক আছে, সবাই প্রস্তুত।
১৮৫৭ সালের ১২ই মে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল
নারায়ে তকবির
ইংরেজ মুর্দাবাদ
বেনিয়া ইংরেজ বিদায় হও
নির্বিচারে ইংরেজ নরনারীকে বন্দী করা হোল
হ্যান্ডস আপ
অনেককে হত্যাও করা হোল
ওঃ গড্

স্যার, সিপাহীরা এদিকেই আসছে
ওরা আসছে পালাও!
শ্রীমতীর ওই ঝোপের মধ্যে লুকাও
পালাও পালাও

বাঁচাও
H-E-L-P
মারো
ধর্‌ - কেটে ফেল্‌
পালাচ্ছো কোথায়? সাহেবজাদা..
আ-া-া

অনেকে পালিয়ে বাঁচল
কুইক, কুইক!
সিপাহীরা সাময়িক ভাবে জয়যুক্ত হোল
নারায়ে তক্‌বির
দিল্লীর শাহী দরবার। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে স্বাধীন সম্রাট বলে ঘোষনা করা হল
সম্রাট বাহাদুরশাহ জিন্দাবাদ

ক'দিন ধরে হলো আনন্দ উৎসব
কিন্তু ইংরেজরাও বেশীদিন চুপ করে থাকলো না। উচ্চ পর্যায়ের মিটিং বসল
বিদ্রোহকে অমূলে ধ্বংস করতেই হবে
যে করেই হোক সিপাহীদের দমন করতেই হবে
ইংরেজরা আবার দিল্লী আক্রমন করল। সেনাপতি নির্দেশ দিলেন
আরম্ভ হল ভীষন যুদ্ধ
ডু অর ডাই
হয় জয় নতুবা মৃত্যু
আঃ,
গড।

সিপাহীরা আস্তে আস্তে পরাজিত হতে লাগলো
আহ্
ইংরেজবাহিনী শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ করে
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নিকলসন
ইংরেজরা সম্রাটকে বন্দী করে ফেলে
সম্রাট এখন আমাদের হাতে বন্দী

ইংরেজরা সম্রাটের দুইপুত্রকে তারই সামনে গুলি করে হত্যা করে।
আহ্
ফায়ার
সম্রাট রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন
আপনাকে এ দেশ ছেড়ে রেঙ্গুনে চলে যেতে হবে
সিপাহীদের রাজদ্রোহী বলে ঘোষনা করা হলো।
যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ সবাই রাজদ্রোহী
ফাঁসীতে ঝোলানো হয় বহু সিপাহীকে
ইয়েস, হ্যাং দেম,
অনেককে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়
ফায়ার

অসংখ্য সিপাহী ইংরেজদের কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়
পানি, একটু পানি দাও
খাবার দাও, কিছু খাবার দাও
ওহ্ খোদা
ইংরেজরা বলতে লাগল
মুসলমানরাই এর জন্যে দায়ী
সে অত্যাচারের কাহিনী বিলেতেও পৌঁছলো।
ইংরেজ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী তখন মহারানী ভিক্টোরিয়া। ভারতের শাসনভার নিজ-হাতে গ্রহন করলেন মহারানী।
এখন থেকে ভারত-বর্ষ বৃটিশ শাসনাধীনে আনা হোল
মুসলমানদের এ দুর্দিনে এগিয়ে এলেন স্যার সৈয়দ আহম্মদ। বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বই লিখলেন
তাতে তিনি বললেন
মুসলমানেরা এ বিদ্রোহেরজন্য দায়ী নয়। তবে কে দায়ী? দায়ী হচ্ছে ইংরেজ কুশাসন।
THE CAUSES OF THE INDIAN REVOLT

তিনি মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার দিকে আহ্বান জানালেন।
আধুনিক শিক্ষার বাহন হচ্ছে ইংরেজী। ইংরেজী না শিখে আমাদের উপায় নেই। অভিমান করে দূরে সরে থাকলে আমাদেরই ক্ষতি হবে।
তিনি আরও বললেন...
প্রতিবেশী হিন্দুরা ইংরেজী শিখে চাকুরী সব দখল করছে
ব্যবসা বাণিজ্য আজ সব ওদের হাতে।
মুসলমানদের মধ্যে একটা জাগরণ আনবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হলেন
বর্তমান যুগে বেঁচে থাকতে হলে ইংরেজী আমাদের শিখতেই হবে।

তিনি স্থানে স্থানে মুসলমানদের ডেকে বলতে লাগলেন
ইংরেজী শিক্ষা ব্যতীত বর্তমানে উন্নতি অসম্ভব
এর কিছু দিন পরে তিনি গাজীপুরে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।
এখান থেকে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে মুসলমান আবার দাঁড়াতে পারবে।
আলীগড়ে একটি সমিতিও স্থাপন করলেন তিনি। সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বললেন।
এই সমিতি থেকে উর্দু বই অন্যভাষায় অনুবাদ হতে থাকবে। আর ইংরেজী বইও উর্দুতে অনূদিত হবে যাতে মুসলমান ছেলেরা আধুনিক শিক্ষায় পুরোপুরি শিক্ষিত হতে পারে
১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত যান
সেখানে দেড় বছর যাবৎ বিভিন্ন শিক্ষালয় পরিদর্শন করে আধুনিক শিক্ষা প্রনালী পর্যবেক্ষন করেন।
১৮৬৪ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। দেশে এসে তিনি আবার পূর্ণোদ্যমে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এবং
১৮৭৭ সালে আলীগড়ে মুসলমান ছাত্রদের জন্যে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজই পরবর্তী কালে পরিণত হয় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে। মুসলমান ছেলেরা দেশের বিভিন্নস্থান থেকে এখানে আসতে শুরু করে
শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা। — শিক্ষা ছাড়া জাতির উন্নতি নাই। মুসলমান ছেলেরা এখান থেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে

এ সময়ে নওয়াব আব্দুল লতিফের দানও ছিল অবিস্মরণীয়।
স্যার সৈয়দ আহমদের কথাই ঠিক। আধুনিক শিক্ষা ছাড়া জাতির অগ্রগতি হবে না
তিনি কোলকাতায় মুসলিম সাহিত্য সমিতি স্থাপন করেন।
এই সমিতি বাংলা দেশে মুসলমান-দের শিক্ষার জন্য সব প্রচেষ্টা চালাবে।
কিন্তু একদল আলেম ইংরেজী শেখাকে হারাম বলে ঘোষনা করেন।
ইংরেজী হচ্ছে নাসারার বিদ্যা এ বিদ্যা শেখা হারাম।
নওয়াব সাহেব দাওয়াত দিলেন জৌনপুরের মওলানা কেরামত আলী সাহেবকে।

কোলকাতায় বিরাট এক ধর্ম্ম সভায় মৌলানা সাহেব বললেন
ইংরেজী শেখা হারাম নয়। যুগের প্রয়োজনেই আজ আমাদের আধুনিক শিক্ষা নিতে হবে। কোন ভাষা শেখাটি হারাম নয়।
তিনি আরও বললেন
দেশের শাসক ইংরেজের সাথে সংস্রব রাখলে কেউ কাফের হয়ে যাবেনা
আস্তে আস্তে সবাই বুঝতে আরম্ভ করল
হ্যাঁ- মৌলানা সাহেব ঠিকই বলেছেন - কোন ভাষা শেখাই হারাম নয়।
তা হলে ছেলে পিলেদের ইংরেজী শিখতে দিতেই হয়
প্রধানত: আব্দুল লতিফের চেষ্টায় কোলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপিত হয়।
শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা ছাড়া মানুষ উন্নত হতে পারেনা ...

সৈয়দ আমির আলীর নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ......
মুসলমানদের আছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। যে ইতিহাস আমাদের জানতে হবে
তিনি মুসলমানদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী লিখতে আরম্ভ করলেন।
এ গৌরবময় ইতিহাস প্রত্যেককেই জানাতে হবে
তিনি ইংরেজীতে লেখেন আরবজাতির ইতিহাস (HISTORY OF SARACENS) ইসলামের মর্মবানী (SPRIT OF ISLAM)
SPIRIT OF ISLAM
SYED AMIR ALI
এবং আরও বহু গ্রন্থ

১৯০৬ সালে তাঁর সভাপতিত্বে লন্ডনে এক সভা হয়। তাতে তিনি বলেন — ..
ঢাকায় যে মুসলিম লীগ গঠন করা হয়েছে আজ আমরা এখানে তার শাখা প্রতিষ্ঠা করলাম।
এই সময় মুসলমানদের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়।
বাংলার মুসলমান প্রধান অঞ্চল আলাদা কর
নবাব সলিমুল্লাহ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন।
আমরা চাই মুসলমান-দের স্বার্থ রক্ষা হোক।
তাঁর নেতৃত্বে বাংলার মুসলমানরা সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে।
আমাদের দাবী
মানতে হবে
লর্ড কার্জন তখন ভারতের বড় লাট

তিনি আন্দোলনের দাবী মেনে নিলেন
পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটা আলাদা প্রদেশ গঠন করা হল
কিন্তু হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ শুরু করে সারাদেশে বিক্ষোভের মাধ্যমে ....
বাংলা ভাগ করা চলবেনা, চলবে না
নবাব সলিমুল্লাহ দেশের সব মুসলিম নেতাকে আমন্ত্রণ জানান
সবাই একত্রিত হন ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে
১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়
আজ থেকে মুসলমানদের অধিকার রক্ষার জন্য মুসলিম লীগ-এর জন্ম হল।
মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য শাসন পরিষদে পৃথক নির্বাচন দাবী করে
মুসলিম লীগ
জিন্দাবাদ

এবং বিভিন্ন ভাবে পৃথক নির্বাচনের দাবী জানানো হয়।
মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন দিতে হবে
১৯০৯ সালে পৃথক নির্বাচন অধিকার স্বীকৃত হয়।।
কিন্তু হিন্দুদের আন্দোলন তখনও থামেনি
বাংলাকে ভাগ করা চলবেনা
১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত বাতিল করা হলো।
নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯১৪ সালে ইন্তেকাল করেন।
বাংলার মুসলমানদের জন্য এক শোকের দিন।
বাংলার মুসলমান তাঁর অবদানের কথা কোন দিন ভুলবে না।
ঐ যে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল। তাঁর আর এক কীর্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে ।
যুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়ে হেরে যায় ।
যুদ্ধে তুরস্কের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে
মিত্রশক্তি তুরস্ককে ভাগ বাটোয়ারা করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়
মিত্রশক্তির প্রত্যেক অংশ তুরস্কের এক এক অংশের মালিক হবে
পাক ভারতে এর বিরুদ্ধে শুরু হয় খেলাফত আন্দোলন ।
তুরস্ককে ভাগ করা চলবেনা। খেলাফত নষ্ট করা চলবেনা।
এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন মৌলানা মুহম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলী ।
তাঁরা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন..
খেলাফতের মর্য্যাদা রক্ষা করা আমাদের পবিত্র কাজ।

১৯১৩ সালে মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয়।
গঠনতন্ত্র
মি: জিন্নাহ তখন মুসলিম লীগে যোগ-দেন।

তিনি বললেন:
মুসলিম লীগ আর কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা না হলে দেশ স্বাধীন হওয়া মুশকিল
১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস লীগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়
মি: জিন্নাহ ঘোষনা করেন...
হিন্দু মুসলমানের মিলনই দেশে স্বাধীনতা আনতে পারে
মি: জিন্নাহকে তখন হিন্দু মুসলমানের মিলনের দূত হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।
মি: জিন্নাহ হিন্দু মুসলিম মিলনের দূত

১৯১৯-২০ সালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আবার জটিল হয়ে পড়ে।
মিঃ জিন্নাহ্ রাউলাট আইনের প্রতিবাদ করেন।
এই আইনের প্রতিবাদে আমি ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য পদ ত্যাগ করলাম
চারদিকে তখন তুমুল বিক্ষোভ।
চলবেনা - চলবেনা।
আমাদের দাবী মানতে হবে
মিঃ গান্ধী এই সময় সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন।

মি: গান্ধি ঘোষনা করেন...
আজ থেকে সারা দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ শুরু হ'ল ।
দেশব্যাপী অহিংস হরতাল পালন কর ।
কিন্তু সত্যাগ্রহ শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকল-না ।
শুরু হোল লুঠতরাজ

নে - সব লুটে নে ..
আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো
দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন
শুরু হোল দাঙ্গা
মারো মারো

আঃ
খোদা
ভগবান
চারিদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়লো
মিঃ গান্ধি বুঝতে পারলেন যে তিনি একটা মস্ত ভুল করেছেন ।
সত্যাগ্রহ আন্দোলন এখন থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল ।

মওলানা মুহম্মদ আলীর নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন প্রবল আকার ধারন করে ।
সুযোগ বুঝে মিঃ গান্ধীও বৃটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষনা করেন ।
নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে মিঃ গান্ধি ঘোষনা করেন ।
আজ থেকে বৃটিশের সাথে আমাদের অসহযোগ। বৃটিশের কিছুই আমরা গ্রহন করব না ।
কিন্তু মিঃ জিন্নাহ এর সমর্থন করলেন না । বিরাট সভায় একা দাঁড়িয়ে বললেন
আপনার এটা ভুল পথ

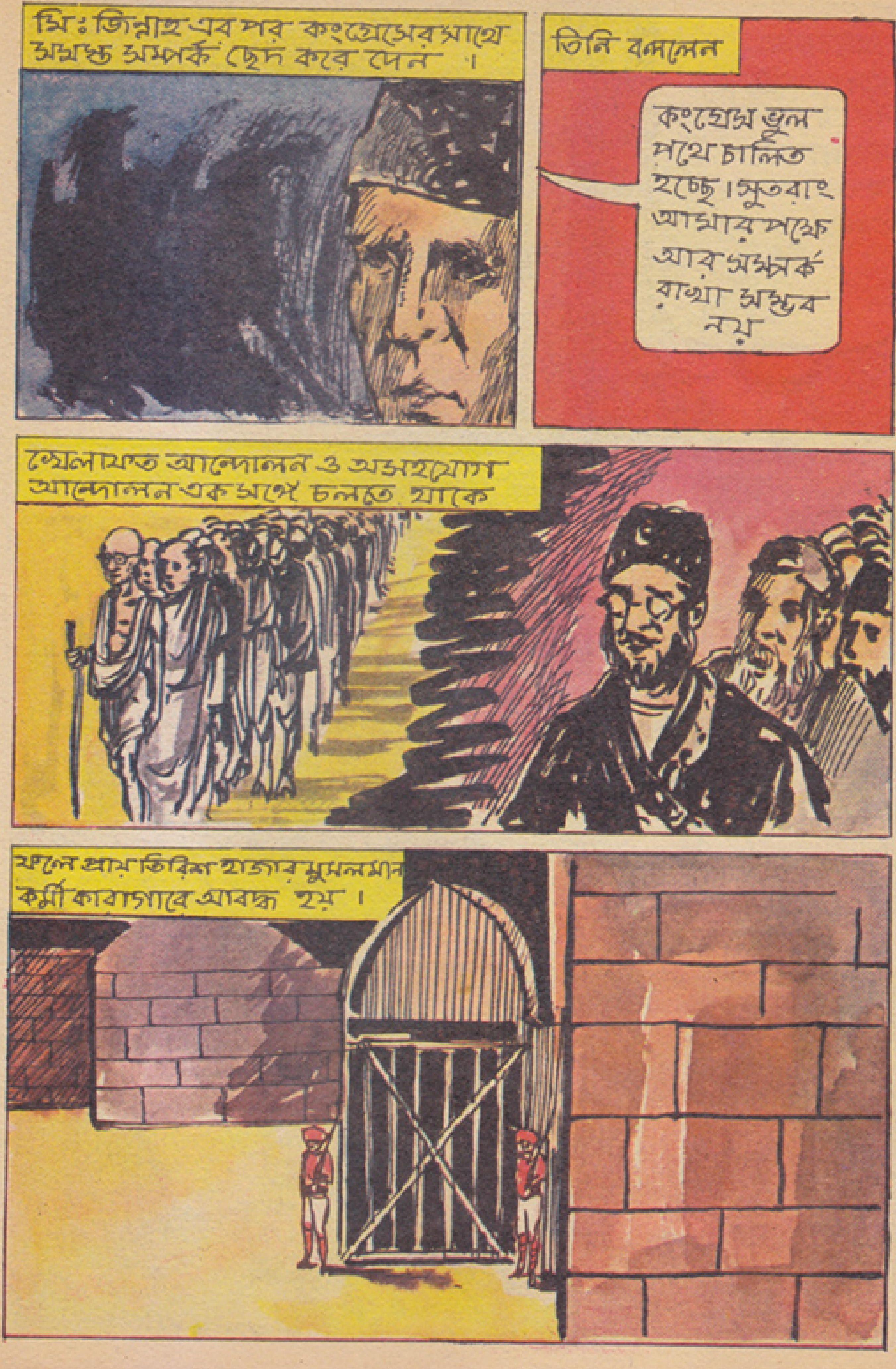
মি: জিন্নাহ এর পর কংগ্রেসের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে দেন ।
তিনি বললেন
কংগ্রেস ভুল পথে চালিত হচ্ছে। সুতরাং আমার পক্ষে আর সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়
খেলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন এক সঙ্গে চলতে থাকে
ফলে প্রায় তিরিশ হাজার মুসলমান কর্মী কারাগারে আবদ্ধ হয় ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত
দুটি আন্দোলনই ব্যর্থ হোল।
এর পর আবার শুরু হয় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা
কেটে ফেল
মার... মার...
১৯২৮, সালে মতিলাল নেহেরুর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।
মুসলমানেরা তাতে দেখলো...
এতে সব দাবীকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এটা আমরা মানব-না

এ রিপোর্ট আমরা মানিনা ..
মতিলাল রিপোর্ট
১৯২৯ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশন বসে মহামান্য আগাখানের সভাপতিত্বে
তাতে মিঃ জিন্নাহ তার বিখ্যাত ১৪ দফা দাবী পেশ করেন ।

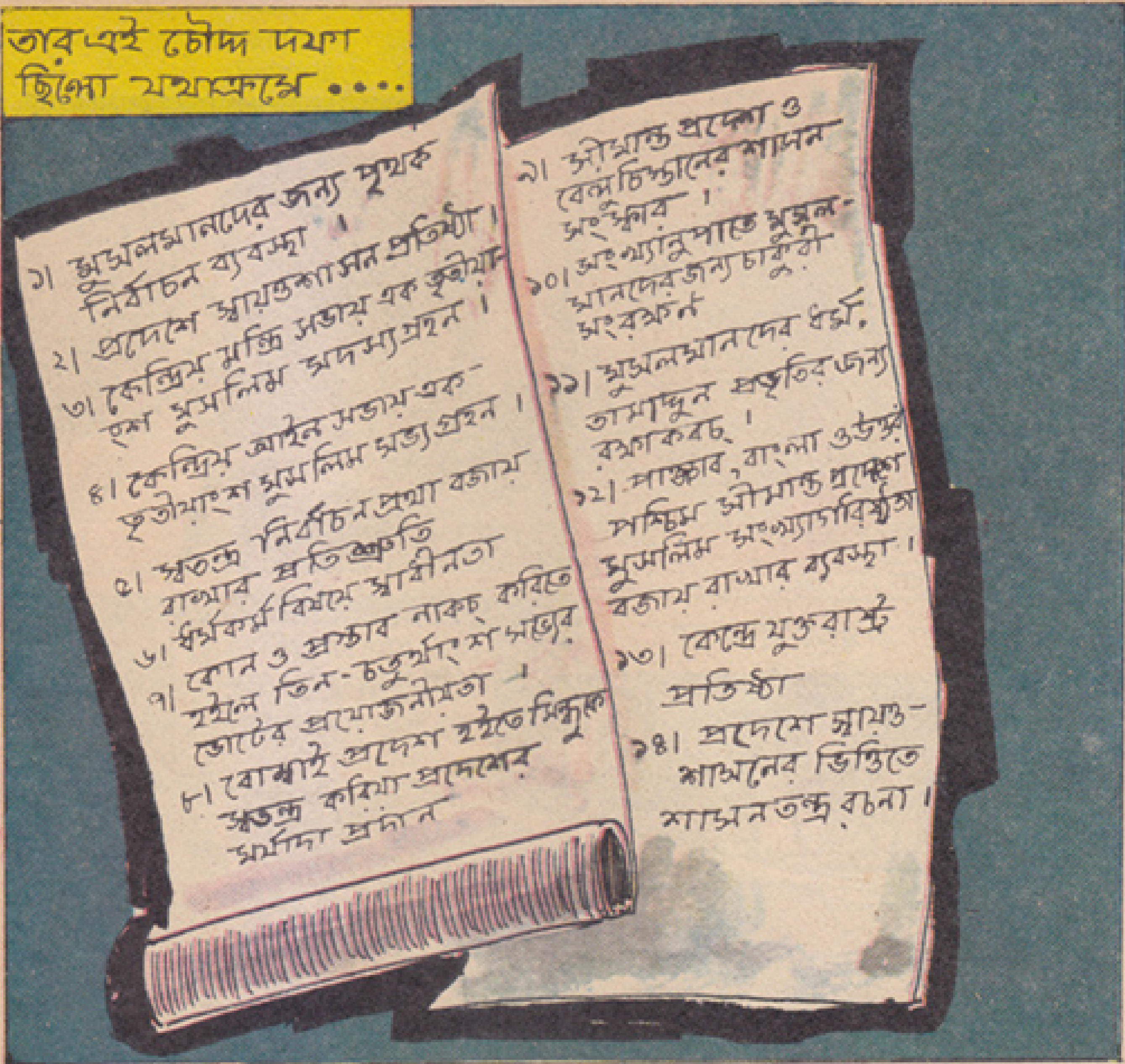
তার এই চৌদ্দ দফা ছিলো যথাক্রমে ....
১। মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা।
২। প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা।
৩। কেন্দ্রিয় মন্ত্রি সভায় এক তৃতীয়াংশ মুসলিম সদস্য গ্রহন।
৪। কেন্দ্রিয় আইন সভায় এক-তৃতীয়াংশ মুসলিম সভ্য গ্রহন।
৫। স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি
৬। ধর্মকর্ম বিষয়ে স্বাধীনতা
৭। কোন ও প্রস্তাব নাকচ করিতে হইলে তিন-চতুর্থাংশ সভ্যের ভোটের প্রয়োজনীয়তা।
৮। বোম্বাই প্রদেশ হইতে সিন্ধুকে স্বতন্ত্র করিয়া প্রদেশের মর্যাদা প্রদান
৯। সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের শাসন সংস্কার।
১০। সংখ্যানুপাতে মুসলমানদের জন্য চাকুরী সংরক্ষণ
১১। মুসলমানদের ধর্ম, তামাদ্দুন প্রকৃতির জন্য রক্ষাকবচ।
১২। পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার ব্যবস্থা।
১৩। কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা
১৪। প্রদেশে স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা।

বৃটিশ সরকার মি: জিন্নাহর এই ১৪ দফা দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার না করে পারলনা ১৯৩৫ সালে এর উপরই ভিত্তি করে নতুন ভারত শাসন আইন গঠিত হয়।

পরবর্তী অধিবেশন বসে এলাহাবাদে ...
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আল্লামা ইকবাল ।
তিনি তাঁর ভাষনে বলেন
মুসলমানদের জন্য আলাদা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র চাই
এর পর বৃটিশ সরকার লন্ডনে গোল টেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করেন ।

এ বৈঠকে মওলানা মোহাম্মদ আলী বলেন ......
যদি স্বাধীনতা নিয়ে দেশে যেতে পারি, তাহলেই দেশে যাব, নতুবা পরাধীন দেশে ফিরে যাবনা। যদি মরতে হয় – এই স্বাধীনদেশেই মরব
মওলানা মোহম্মদ আলী সত্যি সত্যি তার তিন দিন পর মারা যান।
এ দিকে মিঃ জিন্নাহ হিন্দুদের উগ্র-সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন।
তিনি বলেন ....
না, হিন্দুদের উগ্রসাম্প্রদায়িক মনোভাব কোন সমস্যাকেই সুসমাধান করতে দিবেনা
তার চেয়ে বিলেতেই জীবন কাটিয়ে দিব

মিঃ লিয়াকত আলী খান তাঁকে আহ্বান জানালেন দেশে ফিরে আসতে ।
মিঃ জিন্নাহ্ তাঁর অনুরোধে দেশে ফিরে আসেন ।
১৯৩৪ সালে তিনি মুসলিমলীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ।
প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্নাহ্ জিন্দাবাদ -

১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন অনুসারে নির্বাচনের তোড় জোড় চলে
আপনারা মুসলিম লীগকে ভোট দিয়ে মুসলমানদের স্বার্থ বজায় রাখুন
কিন্তু নির্বাচনে কংগ্রেসই বেশী আসন লাভ করে।
মুসলিম নেতারা সিদ্ধান্ত নেন..
আমাদের আরো ভাল ভাবে কাজ করতে হবে। এখন থেকেই তার প্রস্তুতি নিন।

সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন করেই ঘোষনা করে .....
সরকারী অফিসে কংগ্রেসের পতাকা তুলতে হবে ।
তারা তাদের জাতীয় সঙ্গীত মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়
সবাইকে - বন্দে-মাতরম্ গাইতে হবে
গরু জবাই বন্ধ করে দেয়
এ দেশে গো-দেবতা হত্যা করা চলবে-না
হিন্দী ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় ।
হিন্দী ভাষা অবশ্যই সবাইকে শিখতে হবে ।

ছেলে মেয়েদের গান্ধীর ছবি পুজা করতে বলা হয়
ইনি আমাদের বাপুজী
এ ছবি পুজো করে পাঠ আরম্ভ কর
মুসলমানেরা এতে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।
এসব অত্যাচার আমরা মানব না
ব্যক্তি পুজো আমাদের ছেলে-মেয়েদের শিখতে দিতে পারিনা

১৯৩৮ সালে সিন্ধু মুসলিম লীগ অধিবেশনে..
মিঃ জিন্নাহ্ ঘোষণা করেন
হিন্দু মুসলিম দু'টি পৃথক জাতি
তিনি বলেন..
দুই জাতির ধর্ম আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, সামাজিক আচার ব্যবহার আলাদা.....
তিনি এবার সোজাসুজি আলাদা রাষ্ট্র দাবী করেন।
সুতরাং আমরা আলাদা রাষ্ট্র চাই
আমরা স্বয়ং সম্পূর্ন একটি রাষ্ট্র চাই..

অবশেষে ১৯৪০ সালে ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের অধিবেশন বসে লাহোরে ।
এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মিঃ জিন্নাহ্‌ ।
বাংলার শের এ, কে, ফজলুল হক এই অধিবেশনে প্রস্তাব পেশ করেন ।

তিনি বলেন
আমরা মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান চাই
বলুন পাকিস্তান জিন্দাবাদ
সমস্বরে লক্ষকণ্ঠে আওয়াজ ওঠে
পাকিস্তান জিন্দাবাদ
কায়েদে আযম জিন্দাবাদ
শেরে বাংলা
জিন্দাবাদ

এর পর থেকেই শুরু হয় সত্যিকার পাকিস্তান আন্দোলন
দাবী
হবে
মি: জিন্নাহর নেতৃত্বে সর্বত্র সে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে
সে আন্দোলনের ঢেউ লাগে দেশের আনাচে, কানাচে, গ্রামে, শহরে সর্বত্র।
আকাশ বাতাস মিছিলের শ্লোগানে ধ্বনিত হয়ে উঠে।
লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান কায়েম কর পাকিস্তান

অবশেষে এলো ১৯৪৬ সালের সাধারন নির্বাচন
ভোট দিবার কক্ষ
নির্বাচনে জয়লাভের জন্য এবার আপ্রান চেষ্টা করতে লাগালো
আমাদের জয়লাভ করতেই হবে
মুসলিম লীগ এবার বিপুল ভাবে জয়লাভ করে।
সহস্র কন্ঠে চারিদিকে...
মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ

এই নির্বাচনের ফলাফলই মুসলমানরা-যা চায়, সে প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিল
মুসলিম লীগ কেন্দ্রিয় আইন পরিষদের ৪৮২টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৪২৭টি অধিকার করে নিল
এত বড় জয়ে মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের বান বয়ে গেল ।
কেননা- এবারে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিশ্চিত হলো
এইবার আমাদের ইচ্ছা পূরন হবেই
পৃথক স্বদেশ ভূমির জন্য মুসলমানদের ইচ্ছা সম্পর্কে বৃটিশ কিংবা হিন্দুদের আর প্রশ্নের অবকাশ রইলো-না

১৯৪৬ সালের এপ্রিলে কেবিনেট মিশন, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে দীর্ঘ প্রলম্বিত কতগুলো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
কিন্তু তুমুল তর্ক - বিতর্কের ফলে কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা শেষ-পর্যন্ত বিফল হলো
অবশেষে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন

তিনি ঘোষনা করেন..
বৃটিশ সরকার ভারতকে পূর্ন স্বাধীনতা দিতে স্বীকার করেছে
এবং খুব শীঘ্রই স্বাধীনতা দেওয়া হবে
বৃটিশ সরকার কায়েদে আজমের দাবীমেনে নিতে বাধ্য হয়

মাউন্ট ব্যাটেন জানান...
শুধু স্বাধীনতা নয় বৃটিশ সরকার মুসলমানদের দাবী পাকিস্তানকেও মেনে নিয়েছে।
পাকিস্তান হবে একটি স্বাধীন দেশ।
সারাদেশ সেই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো.....

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট
প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন
মুসলিম রাষ্ট্র
পাকিস্তান
পাকিস্তান জিন্দাবাদ

বের হয়েছে ছোটদের জন্য কত রকম বই
ছবিতে ভরা, মজার মজার গল্প।

কমিক বই

হাতেম তাই
তিতুমীর
সৈনিক
দেওয়ানা মদিনা

ছড়ার বই

সবুজ ছড়া
মজার ছড়া
ফুলের হাসি
হরেক রকম

রঙীন বই

খলিফা হজরত ওসমান
খলিফা হজরত আলী
খলিফা হজরত উমর
খলিফা হজরত আবু বকর
রোযার সাধনা
ঈদ